রুপঙ্কর -এ তুমি কেমন তুমি

আহমেদ হোসেন

"সকলকেই লড়াই করতে হয়, আমাকেও লড়াই করতে হয়েছে, এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই, আবার সেটা নিয়ে খুব যে বেশী কিছু বলারও কিছু নেই, আমার লড়াই ছিল এখনও আছে" টান টান করে কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলে থামলেন তিনি। তাঁর তারকাখ্যাতি কিংবা একজন রুপঙ্কর হয়ে ওঠার পেছনের গল্পটা কী জিজ্ঞেস করতেই আসে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ।

রুপঙ্কর বাগচী দ্বিতীয়বার টরন্টোতে এসেছিলেন টরন্টো সংস্কৃতি সংস্থা আয়োজিত "১০ম বার্ষিক পারফর্মিং আর্ট উৎসব ২০১৫" তে অনুষ্ঠানে গান করতে। অনুষ্ঠানের শুরুতে গ্রিনরুমে কথা হয় এই সময়ের বিপুল জনপ্রিয় এই শিল্পীর সাথে।

"সফট মেলোডি টাইপের গান আমি গাইতে পছন্দ করি। রবীন্দ্রনাথের গান গাই এবং আমার ভালো লাগে।"- রুপঙ্কর বলে যান তাঁর নিজের কথা।

দুর্দান্ত মেলোডিয়াস কন্ঠের অধিকারী রুপঙ্কর বাগচী ২০১৩ সালে "জাতিস্বর" ছবিতে "এ তুমি কেমন তুমি" গানের জন্যে নেপথ্য পুরুষ কন্ঠশিল্পী হিসেবে জাতীয় চলচিচত্র পুরস্কার অর্জন করেন।

: তো গানের ভূবনে যাত্রাটা কিভাবে?- টুক করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া।

: আমাদের বাড়িতে গানে পরিবেশ ছিল। বাবা-মা দুজনেই গান করতেন। তাঁদের কাছেই হাতেখড়ি। মায়ের সাথে এগার বছর বয়সে আমি ষ্টেজে গান করি।- রুপঙ্কর যেন খানিকটা শৈশবে ফিরে যান।

রুপঙ্কর সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। বাবা রীতেন্দ্রনাথ বাগচীর কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং মা সুমিত্রা বাগচীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নেন। এছাড়াও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জন্যে সুকুমার মিত্র এবং আধুনিক সঙ্গীতের জন্যে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় কাছে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

:আপনি তো থিয়েটার করতেন

: এখনও করি। এইতো এবছর ফেব্রুয়ারীতে প্রথমবার বাংলায় অপেরা নামালাম। এখন শো হচ্ছে। কাজটাতে আমরা সফলতা পেয়েছি।

:কবির সুমনের সাথে কাজের অভিজ্ঞাতটা...

: সুমন'দা দারুন একজন মানুষ। অসাধারণ মেধাবী সুরকার,গায়ক,সঙ্গীত পরিচালক। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

রুপঙ্করের কন্ঠের যাদুকরী ছোঁয়ায় মুগ্ধ আজ শ্রোতারা। দিবা- রাত্রি ব্যস্ত গানে গানে কাটে এখন সময় তার। কখনও সিনেমার নেপথ্যে কন্ঠ , কখনও বিজ্ঞাপনে , কখনও টিভি সিরিয়ালে টাইটেল সং, আবার মঞ্চ থেকে মঞ্চে কি দেশে কি বিদেশে। এযাবৎ তার জনপ্রিয় এ্যালবাম গুলি হলও –নীল, বেস্ট অব রুপঙ্কর,বেস্ট অব রুপঙ্কর (২),ভোক্কাট্টা,হাইওয়ে, রুপঙ্কর ও চাঁদ,শপিং মল,তোমার টানে।

আজ কোনো ভালো ছবি হলেই তাতে রুপঙ্করের গান থাকতে হবে। ২০১৪ সালে "এ তুমি কেমন তুমি" গানের জন্যে জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও "চতুষ্কোণ" ছবিতে "সেটাই সত্যিই" গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তার চলচ্চিত্রে গানের মধ্যে "গভীরে যাও" - বাইশে শ্রাবণ ছবিতে, "রুপকথা" –অপরাজিতা তুমি ছবিতে, "গান খুঁজে পাই" –চলো লেটস গো , "সহসা এলে কি" –জাতিস্বর ছবিতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।